Handout Number : 3977

**Foreign Minister mourns the loss of valuable lives**

**at bus accident near the holy city Medina**

Dhaka, October 17 :

Foreign Minister Dr. A. K. Abdul Momen expressed his deep condolences and sympathies through a message to the Foreign Minister of the Kingdom of Saudi Arabia, Dr. Ibrahim bin Abdulaziz Al-Assaf over the loss of lives of 35 people and injury of 4 others at the bus accident that took place near the holy city Medina.

Foreign Minister prayed for the salvation of the departed souls. He also prayed that the families and near and dear ones of the victims may have enough fortitude to withstand the loss. He wished speedy recovery of the injured.

#

Tohidul/Israt/Mosharaf/Salim/2019/2300 Hrs

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৭৬

**রাজশাহীর চারঘাটে বিজিবি ও বিএসএফ এর পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ১ কার্তিক (১৭ অক্টোবর) :

আজ রাজশাহী ব্যাটালিয়নের চারঘাট বিওপি’র দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের শূন্য লাইন হতে পদ্মা নদীর পাড়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারত থেকে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশকারী ৩ জন জেলেকে ইঞ্জিন চালিত নৌকা নিয়ে মাছ ধরার সময় বিজিবির চারঘাট বিওপি’র টহল দল ১ জন জেলেকে অবৈধ কারেন্ট জাল-সহ আটক করে। বাকি ২ জন জেলে ভারতের দিকে নৌকা নিয়ে পালিয়ে যায়।

পরে বিএসএফ এর ১১৭ ব্যাটালিয়নের কাগমারী বিওপি হতে স্পিডবোট করে ৪ জন বিএসএফ সদস্য রাজশাহীর চারঘাট উপজেলার বালুঘাট এলাকার শাহারিয়াঘাটের বড়াল নদীর মুখে বাংলাদেশের ভেতরে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করলে চারঘাট বিওপির টহল দল তাদেরকে বাধা প্রদান করে। বিএসএফ টহল দলের নিকট অস্ত্রও ছিল। পরে বিএসএফ উক্ত জেলেকে জোর করে ফিরিয়ে নিতে চাইলে তাদেরকে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে নিয়মমাফিকভাবে ফেরত প্রদান করা হবে বলে বিজিবি টহল দল জানায়। বিএসএফ সদস্যরা জোরপূর্বক জেলেকে নিয়ে যেতে চাইলে বিজিবি সদস্যরা তাদের বাধা প্রদান করে। এ সময় বিএসএফ সদস্যরা ফায়ার করতে করতে স্পিডবোট চালিয়ে ভারতের অভ্যন্তরে চলে যায়। তখন বিজিবি টহল দল আত্মরক্ষার্থে ফায়ার করে।

অনাকাক্সিক্ষত ঘটনায় বিজিবি রাজশাহী ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক এবং কমান্ড্যান্ট ১১৭ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের মধ্যে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পতাকা বৈঠকে জানা যায় যে, উক্ত ঘটনায় বিএসএফ এর ১ জন সদস্য নিহত এবং ১ জন আহত হয়েছে।

 বৈঠকে উভয়পক্ষ তাদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে বিষয়টি তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিষয়ে একমত হয়েছে। এ বিষয়ে আরো আলোচনার জন্য আবারো পতাকা বৈঠক করার ব্যাপারে উভয়পক্ষ জানায়।

#

শরিফুল/ইসরাত/মোশারফ/সেলিম/২০১৯/২২৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৭৫

**আগামী বছর ফ্রাঙ্কফুর্ট আন্তর্জাতিক বইমেলায় বাংলাদেশের অংশগ্রহণ বাড়ানো হবে**

 **-- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১ কার্তিক (১৭ অক্টোবর) :

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, ফ্রাঙ্কফুর্ট আন্তর্জাতিক বইমেলায় এবার নিয়ে বাংলাদেশ পঞ্চম বারের মতো অংশগ্রহণ করছে। ২০১৫ সালে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো এ আন্তর্জাতিক বইমেলায় অংশগ্রহণ করে। ২০২০ সালে দেশ-বিদেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন করা হবে। এ উপলক্ষে আগামী বছর ফ্রাঙ্কফুর্ট আন্তর্জাতিক বইমেলায় বাংলাদেশের অংশগ্রহণ আরো বাড়ানো হবে। অন্যদিকে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আগামী বছর থেকে ঢাকায় নিয়মিতভাবে ‘বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বইমেলা, ঢাকা’ নামে একটি আন্তর্জাতিক বইমেলা অনুষ্ঠিত হবে। এ বিষয়ে International Publishers Association (IPA) এর প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশকে সহযোগিতা করবেন মর্মে আশ্বাস প্রদান করেছেন।

প্রতিমন্ত্রী আজ দুপুরে জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট আন্তর্জাতিক বইমেলা ২০১৯ -এ বাংলাদেশ স্টলে ‘মিট দ্য প্রেস’ অনুষ্ঠানে দেশি-বিদেশি সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বইমেলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সেমিনার একসাথে হলে অনুষ্ঠানসমূহ আরো সফল হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।

‘মিট দ্য প্রেস’ অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের সদস্য ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাদুঘরের কিউরেটর মোঃ নজরুল ইসলাম খান, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি হাবীবুল্লাহ সিরাজী প্রমুখ।

#

ফয়সল/ইসরাত/মোশারফ/সেলিম/২০১৯/২২১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৭৪

**প্রজনন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা সম্পর্কিত এসডিজি অর্জনে**

**স্থানীয় পর্যায়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নই হবে মূল ভিত্তি**

ঢাকা, ১ কার্তিক (১৭ অক্টোবর) :

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে ‘প্রজনন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা সম্পর্কিত এসডিজি অর্জনে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন’ শীর্ষক দুই দিনব্যাপী এক কর্মশালা ১৬-১৭ অক্টোবর ২০১৯ জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট) এ অনুষ্ঠিত হয়।

গত ১৬ অক্টোবর অনুষ্ঠিত স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব শেখ ইউসুফ হারুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়। কর্মশালার কারিগরি সেশনে মোট সাতটি এসডিজি বিষয়ক উপস্থাপনা প্রদান করা হয়। উপস্থাপনায় এসডিজি এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিতকরণ, চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণে কর্মপরিকল্পণা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন কৌশলসমূহ তুলে ধরা হয়।

আজ কর্মশালার সমাপনী অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক মোঃ আবুল কালাম আজাদ প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত এসডিজি বিষয়ক কর্মশালাটি অত্যন্ত সময়োপযোগী। মুখ্য সমন্বয়ক কর্মশালায় সুপারিশকৃত লক্ষ্যমাত্রা ও সূচক অর্জনকারীদেরকে উপজেলাভিত্তিক পুরস্কার ও জবাবদিহিতা প্রবর্তনের প্রস্তাবকে জোর সমর্থন করেন। সমাপনী বক্তব্যে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব শেখ ইউসুফ হারুন এই কর্মশালার ফলাফল এবং সুপারিশ অনুসারে তৃণমূল পর্যন্ত এসডিজি সংশ্লিষ্ট সকলকে এসডিজি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য নিবিড়ভাবে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকসমূহ সম্পর্কে অবহিতকরণ, লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিতকরণ এবং কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নকল্পে কৌশল প্রণয়ন-সহ সারা দেশে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সচেতনতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সকল স্তরের কর্মকর্তা, মাঠ প্রশাসনের এসডিজি সম্পৃক্ত কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধি, বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিরা এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

#

মাইদুল/ইসরাত/মোশারফ/সেলিম/২০১৯/২১১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৭৩

**ক্ষুধা ও বৈষম্য দূর করা হবে**

 **--- পরিকল্পনা মন্ত্রী**

ঢাকা, ১ কার্তিক (১৭ অক্টোবর) :

 পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান বলেছেন, ক্ষুধা দূর করা সরকারের প্রথম অগ্রাধিকার। এরপর বৈষম্য দূর করা হবে।

 মন্ত্রী আজ ঢাকায় সিরডাপ মিলনায়তনে বহুজাতিক বেসরকারি সংস্থা ‘অক্সফাম’ আয়োজিত ‘বাংলাদেশের বৈষম্য কোথায়’ বিষয়ক এক জাতীয় সংলাপে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় একথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, সরকার ক্ষুধা দূরীকরণকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে বলেই দারিদ্র্যের হার ৪০ শতাংশ থেকে ২১ শতাংশে নেমে এসেছে। তিনি আরো বলেন, কোনো ন্যায়ভিত্তিক সমাজে বৈষম্য থাকা উচিত নয়। কিন্তু বৈষম্য এখন সারা বিশ্বেই বাড়ছে। তাই সার্বজনীনভাবেই এটা মোকাবিলা করতে হবে।

 অনুষ্ঠানে অন্যানের মধ্যে বক্তব্য রাখেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা মীর্জ্জা এ বি মোঃ আজিজুল ইসলাম ও রাশেদা কে চৌধুরী, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ, অর্থনীতিবিদ এম এম আকাশ ও

ড. ফাহমিদা খাতুন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক সাদেকা হালিম।

#

শাহেদ/মাহমুদ/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/২১৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৭২

**ইইউ-বাংলাদেশ সুশাসন ও মানবাধিকার বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ১ কার্তিক (১৭ অক্টোবর) :

 ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও বাংলাদেশের মধ্যে বিদ্যমান সহযোগিতার সম্পর্ক বিস্তৃত ও জোরদারকরণের লক্ষ্যে সুশাসন ও মানবাধিকার বিষয়ক সাব-গ্রুপের নবম সভা আজ ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন মেঘনায় অনুষ্ঠিত হয়েছে।

 সভায় বাংলাদেশের পক্ষে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ শহিদুল হক এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের পক্ষে ইউরোপিয়ান এক্সটারনাল অ্যাকশন সার্ভিসের এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল বিষয়ক বিভাগের প্রধান ঈধৎড়ষরহব ঠরহড়ঃ যৌথভাবে সভাপতিত্ব করেন। সভায় ঈধৎড়ষরহব ঠরহড়ঃ এর নেতৃত্বে একুশ সদস্যের ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি এবং বাংলাদেশের বিশটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রতিনিধি অংশ নেন।

 সভায় রোহিঙ্গা সংকটের স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে বাংলাদেশের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে ইইউ প্রতিনিধিরা। বাংলাদেশের উন্নয়নে তাঁরা সহযোগিতারও আশ^াস দিয়েছেন। এছাড়া সুশাসন ও মানবাধিকারের সুরক্ষা প্রদানের মাধ্যমে সাধিত অগ্রগতি স্থায়ী রূপদান করার ব্যাপারে ইইউ প্রতিনিধিরা সহযোগিতার আশ^াস প্রদান করেন।

 সভায় মিয়ানমারকে রোহিঙ্গাদের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে দ্রুত ফিরিয়ে নেয়ার জন্য ইইউ এবং এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহ-সহ সকলের সমর্থন চাওয়া হয়। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বলা হয় মিয়ানমারের বিরুদ্ধে জোরালো ও শক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে মিয়ানমার রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে আগ্রহী হবে না।

 শ্রম অধিকার বিষয়ে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ইইউ প্রতিনিধিদলকে জানানো হয়, সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সুপারিশ অনুযায়ী শ্রম আইন, ২০০৬ এ ব্যাপক ভিত্তিক সংশোধন করা হয়েছে এবং রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলসমূহের জন্য একটি নতুন আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এই আইনে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের বিধান সহজ ও উদার করার পাশাপাশি ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের পদ্ধতিও সহজ করা হয়েছে। ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউ (ইউপিআর) এ গৃহীত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও এজেন্সিসমূহ একযোগে কাজ করে যাচ্ছে।

 বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার যেসব কনভেনশনে পক্ষভুক্ত সেগুলোর বিধি-বিধানের আলোকে শ্রম আইনের সংশোধন এবং বিধি-বিধান প্রণয়নের জন্য ইইউ প্রতিনিধিদল বাংলাদেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

 নারী ও শিশু অধিকারের বিষয়ে বলা হয়, নারী ও শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠায় সরকার অনেক আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন করেছে। নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য সকল ক্ষেত্রে তাদের নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। নারীরা যাতে নিজ বাসস্থান ও কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির শিকার না হন তা প্রতিরোধের জন্য সকল প্রতিষ্ঠানে গঠিত কমিটি কাজ করে যাচ্ছে।

 সভায় মত প্রকাশের স্বাধীনতার বিষয়ে ইইউকে জানানো হয়, বাংলাদেশে মত প্রকাশের স্বাধীনতা অবারিত। সে কারণেই বহু সংখ্যক বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল, সংবাদপত্র ও অনলাইন মিডিয়া তাদের মত করে সরকারের ব্যাপক সমালোচনা করছে। এ কারণে তাদের কারও বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না।

 ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রসঙ্গে জানানো হয়, বাংলাদেশে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, লিঙ্গ, জন্মস্থান ভেদে বৈষম্য না করার বিষয়টি সরকারের নজরদারিতে রয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে এদেশের সকলে তাঁদের নিজ নিজ ধর্ম স্বাধীনভাবে মিলে-মিশে পালন করছে।

#

রেজাউল/মাহমুদ/মোশারফ/জয়নুল/২০১৯/২১০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৭১

**প্রবাসী কর্মীদের কর্ম-অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি সনদ প্রদানের আহ্বান প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রীর**

ঢাকা, ১ কার্তিক (১৭ অক্টোবর) :

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ আজ দুবাইয়ে আবুধাবি ডায়লগের ৫ম মন্ত্রী পর্যায়ের আলোচনায় প্রবাসী কর্মীদের কর্ম-অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি সনদ বা ‘রিকগনিশন অভ্ প্রায়র লার্নিং’ প্রদানের আহ্বান জানান।

মন্ত্রী বলেন, সংযুক্ত আরব আমিরাত-সহ মধ্যপ্রাচ্যে বাংলাদেশ-সহ বিভিন্ন দেশের লাখ লাখ কর্মী কাজ করছেন। এদের অনেকে অদক্ষ বা স্বল্পদক্ষ কর্মী হলেও দীর্ঘদিনের কাজের মাধ্যমে বিভিন্ন সেক্টরে দক্ষতা ও নৈপুণ্য অর্জন করেছেন। গন্তব্য দেশসমূহ তাদের এই কর্মদক্ষতার স্বীকৃতি প্রদান করলে পরবর্তী সময়ে তারা পুনরায় নিজ দেশে বা বিদেশে কাজের সুযোগ পাবেন। এছাড়া, তিনি বিভিন্ন সেক্টরে বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় তার পারস্পরিক স্বীকৃতি বা মিউচুয়াল রিকগনিশন প্রদানের ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার প্রস্তাবকে জোরদার করার আহ্বান জানান।

উক্ত মিনিস্টেরিয়াল ডিসকাশনে আবুধাবি ডায়লগের সদস্য দেশসমূহের মন্ত্রিবর্গ সর্বসম্মতিক্রমে দুবাই ঘোষণা বা দুবাই ডিক্লারেশন গ্রহণ করেন। এই ঘোষণা অনুযায়ী আগামী দুই বছর পাঁচটি বিষয়ের ওপর কাজ করা হবে। এগুলো হচ্ছে অভিবাসন প্রক্রিয়ায় তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার, বিদেশগামী কর্মীদের তথ্য ও প্রশিক্ষণ প্রদানের সামগ্রিক কর্মসূচি, সনদায়ন ও দক্ষতার স্বীকৃতি, বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে মানব-কেন্দ্রিক প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা এবং অভিবাসন বিষয়ে আন্তঃঅঞ্চল সহযোগিতা।

মন্ত্রী ইমরান আহমদের নেতৃত্বে বাংলাদেশ ডেলিগেশনে অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন সংযুক্ত আরব আমিরাতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ইমরান আহমেদ, মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন এবং দুবাইয়ে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল ইকবাল হোসেন খান।

#

রাশেদুজ্জামান/মাহমুদ/ইসরাত/রফিকুল/সেলিম/২০১৯/২০০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৭০

**মিড-ডে মিল চালু এলাকার শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া কমেছে**

 **-- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১ কার্তিক (১৭ অক্টোবর) :

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন বলেছেন, শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি, মানসিক বিকাশ ও অটুট স্বাস্থ্যের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী বয়সের শিশুদের এ সকল চাহিদা পূরণ ও শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠায় স্কুল মিল কার্যক্রম বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। বিভিন্ন জরিপ অনুযায়ী মিড-ডে মিল চালু এলাকার বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার কমে এসেছে এবং উপস্থিতি ও পুষ্টিমান বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে শিক্ষার গুণগত মান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে মিড-ডে মিল কার্যক্রম বাস্তবায়নের বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ২০২৩ সালের মধ্যে সারা দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে মিড- ডে মিল কার্যক্রম চালুর লক্ষ্য নিয়ে সম্প্রতি মন্ত্রিসভায় ‘জাতীয় স্কুল মিল নীতি-২০১৯’-এর খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, দেশের বিভিন্ন স্থানে পাইলটিং ভিত্তিতে যে মিড-ডে মিল চালু রয়েছে তা কিভাবে সমন্বিতভাবে সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়া যায় সেজন্য এই নীতিমালাটি প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০১১ সাল থেকে শুরু হয় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি, যা বর্তমানে দেশের ১০৪টি উপজেলায় চালু আছে। এ কর্মসূচির আওতায় প্রায় ৩৩ লাখ প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রতি স্কুল দিবসে উচ্চ পুষ্টিমানসমৃদ্ধ ৭৫ গ্রাম বিস্কুট সরবরাহ করা হয়। তিনি বলেন, বিস্কুট প্রতিদিন বাচ্চারা খেতে না চাওয়ায় বিকল্প হিসেবে বিস্কুট, কলা ও ডিম এই তিনটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরিবেশন করা হয়।

মতবিনিময় সভায় স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে প্রতিমন্ত্রী স্থানীয় জনগণের মাঝে পানীয়জল সরবরাহের জন্য টিউবওয়েল বিতরণ করেন।

#

রবীন্দ্রনাথ/মাহমুদ/ইসরাত/রফিকুল/সেলিম/২০১৯/২০৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৬৯

**সমাধান হওয়া ইস্যু হালে পানি পাবে না - ঐক্যফ্রন্টকে তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১ কার্তিক (১৭ অক্টোবর) :

তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ ঐক্যফ্রন্টের উদ্দেশে বলেছেন, ‘যে ইস্যু সমাধান হয়ে গেছে, সেই ইস্যু নিয়ে মাঠে নেমে হালে পানি পাবেন না।’

আজ দুপুরে সচিবালয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে দেশের কেব্ল নেটওয়ার্ককে ডিজিটাল পদ্ধতির আওতায় আনার লক্ষ্যে আয়েজিত সভার শুরুতে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে সমসাময়িক বিষয়ে তাদের প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী একথা বলেন। তথ্যসচিব আবদুল মালেক, অতিরিক্ত সচিব মোঃ নূরুল করিম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

বুয়েট ছাত্র আবরার হত্যা প্রসঙ্গে ঐক্যফ্রন্টের জনসভার ডাকের বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘ঐক্যফ্রন্টের মধ্যে প্রচ- অনৈক্য। আবরার হত্যা নিয়ে তারা একটু ঐক্যবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করছিল। কিন্তু আবরার হত্যার পর সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করেছে, তাতে সন্তুষ্ট হয়ে শিক্ষার্থীরা আন্দোলন স্থগিত ঘোষণা করেছে।’

‘তাদের (ঐক্যফ্রন্টের) কোনো একটা ইস্যু প্রয়োজন, তারা কোনো ইস্যু পাচ্ছে না’ উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ‘ঐক্যফ্রন্ট আবরার হত্যা নিয়ে পানি ঘোলা করার চেষ্টা করছে, কিন্ত এটি আবরার হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদের জন্য নয়, বরং নিজেদের রাজনীতি করার স্বার্থেই। যে কোনো ইস্যু নিয়ে তাদের ঐক্যটা ধরে রাখার চেষ্টা করছে। এই সভা মূলত ঐক্যফ্রন্টের ঐক্য ধরে রাখার একটি চেষ্টা। তাদের স্বার্থে তারা এই সভা আহ্বান করেছে। আমি ঐক্যফ্রন্টকে বলবো, যে ইস্যু সমাধান হয়ে গেছে, সেই ইস্যু নিয়ে মাঠে নেমে হালে পানি পাবেন না।’

ডিজিটাল হবে কেব্‌ল নেটওয়ার্ক

‘কেব্‌ল নেটওয়ার্ক ডিজিটাল না হওয়ার কারণে সম্প্রচার সঠিকমতো হয় না, একইসাথে সরকার অনেক রাজস্ব হারাচ্ছে’ যুক্তি তুলে ধরে ড. হাছান বলেন, ‘দেশ ডিজিটাল হয়ে গেছে, ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন স্বপ্ন নয় বাস্তবতা। কিন্তু কেব্‌ল নেটওয়ার্ক এখনো ডিজিটাল হয়নি। এটিকে অবশ্যই ডিজিটাল করতে হবে। আমরা এই বিষয়ে সময়সীমা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। কেব্‌ল নেটওয়ার্ক যারা পরিচালনা করেন তারা একটি সময়সীমার মধ্যে পুরো কেব্‌ল নেটওয়ার্ককে ডিজিটাল করার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।’

সম্প্রচার অঙ্গনে শৃঙ্খলা আনতে সরকারের পদক্ষেপ সম্পর্কে মন্ত্রী বলেন, ‘সম্প্রচারের ক্ষেত্রে বহু অনিয়ম ছিল, সেগুলো দূর করার ক্ষেত্রে অনেকগুলো পদক্ষেপ নিয়েছি এবং বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বিশেষত সম্প্রচারের ক্ষেত্রে টেলিভিশনের সিরিয়ালগুলো মানা হতো না। দেখা যেত যে বিদেশি টেলিভিশনে সিরিয়াল আগে এরপরে বাংলাদেশি টেলিভিশনের সিরিয়াল। বারবার নির্দেশনা দেয়ার পরও অতীতে বাংলাদেশের সরকারি টেলিভিশন চ্যানেলগুলো এবং বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলগুলো সিরিয়াল কোনোভাবেই মানা হচ্ছিল না।’

‘কয়েকমাস আগে টিভি চ্যানেল মালিকদের সংগঠন-এটকো’র সাথে আলোচনা করে টিভি চ্যানেলগুলো স¤প্রচার শুরুর তারিখ অনুযায়ী ক্রম ঠিক করে সেটি কেবল অপারেটরদের-সহ সম্প্রচারের সাথে যুক্তদেরকে দিয়ে সেটি মানার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল’ জানিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘একইসাথে আমরা মোবাইল কোর্ট পরিচালনা শুরু করি। তারপর এখন বাংলাদেশে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, শতকরা ৯৮ ভাগ ক্ষেত্রে এই সিরিয়াল মানা হচ্ছে। কোনো কোনো জায়গা ব্যত্যয় হলেও সেগুলোতে আমরা অভিযোগ পেলেই ব্যবস্থা গ্রহণ করছি এবং করবো।’

**বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণে প্রাধান্য দেশের শিল্পী, দেশের টিভির**

বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণে দেশের শিল্পী, দেশের টিভিকে প্রধান্য দেয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করে মন্ত্রী বলেন, ‘বাংলাদেশে টেলিভিশন চ্যানেলগুলো বিজ্ঞাপনের ওপরই চলে। এবং আমাদের দেশে এখন ৩৩টি টেলিভিশন চ্যানেল স¤প্রচারে আছে, ৪৫টির লাইসেন্স দেয়া হয়েছে। এবং এই টেলিভিশন চ্যানেলগুলো বিজ্ঞাপনের আয়ের ওপর নির্ভরশীল। শত শত নয়, কয়েক হাজার সাংবাদিক, সংবাদকর্মী এগুলোর সাথে যুক্ত। শুধু সাংবাদিক, সংবাদকর্মীই নয়, এর সাথে আরো নানাবিধ ব্যবসাও যুক্ত। যেটি আমাদের অর্থনীতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।’

ড. হাছান বলেন, ‘কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি যে, বাংলাদেশের বিজ্ঞাপনগুলো বিদেশি চ্যানেলের মাধ্যমে প্রচার করা হয়, অর্থাৎ বাংলাদেশি পণ্যের বিজ্ঞাপন বিদেশি চ্যানেলের মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছিল, বিদেশি বিজ্ঞাপন তো আছেই। এক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী কোনো ধরনের বিজ্ঞাপনেই বিদেশি চ্যানেলের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রদর্শিত হতে পারে না। সরকার এই নির্দেশনা জারি করার পর, আইনটি মনে করিয়ে দেওয়ার পর বাংলাদেশি পণ্যের বিজ্ঞাপন বিদেশি চ্যানেলের মাধ্যমে প্রচার বন্ধ হয়েছে।’

‘কিন্তু এখনো বিদেশি চ্যানেলের মাধ্যমে বিদেশি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রদর্শিত হচ্ছে’ জানিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘এর মধ্যে অনেকগুলো মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির বিজ্ঞাপন দেশেও বাজারজাত করা হয় বিদেশেও বাজারজাত করা হয়। যদিও বাংলাদেশে বিদেশি বিজ্ঞাপন প্রচার বন্ধ হয়েছে কিন্তু বিদেশি পণ্যের বিজ্ঞাপন আইন অনুযায়ী প্রদর্শন করা যায় না এবং এটি আইনের লঙ্ঘন। এগুলো আলোচনা করার জন্যই আজকে যারা স¤প্রচারের সাথে যুক্ত তাদের রাখা হয়েছে। এবং বাংলাদেশের শিল্পীদের বঞ্চিত করে বাইরের শিল্পী দিয়ে বিজ্ঞাপন বানানোর ওপর কি পরিমাণ ট্যাক্স হবে, তা নির্ধারণে ইতোমধ্যেই আমরা সংসদ সদস্যদের চিঠি দিয়েছি। সবার সাথে আলোচনা করেই আমরা সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো।’

**বিদেশি সিরিয়াল সেন্সর হয়ে সম্প্রচার**

মন্ত্রী বলেন, ‘একটি চলচ্চিত্র বানানোর পর সেটি যেখানে সেন্সর বোর্ড হয়ে সম্প্রচারে আসতে হয়। বিদেশি সিরিয়াল যেটি একবার নয়, পঞ্চাশবার, একশবার পর্যন্ত প্রদর্শিত হবে, সেটি সেন্সর ছাড়া প্রদর্শন হওয়া মোটেও সমীচীন নয়। এটির জন্য পূর্বানুমতিও লাগে। সরকার ইতিমধ্যেই সেই নির্দেশনা জারি করেছে। এবং যারা প্রদর্শন করছিল, তারা দরখাস্ত করেছে। যেগুলো প্রদর্শিত হচ্ছে, সেগুলো আমরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা-বিবেচনা করে অনুমোদন দিচ্ছি, যাতে প্রদর্শনে ব্যত্যয় না ঘটে। কিন্তু ভবিষ্যতে এগুলো অবশ্যই সেন্সর হয়ে আসতে হবে। সেজন্য আমরা একটি কমিটি করে দিচ্ছি। খুব সহসা সেই কমিটি আমরা ঘোষণা করবো।’

**১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে সরিয়ে নিতে হবে অবৈধ ডিটিএইচ**

তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায়, এমনকি অনেক বিত্তবান পরিবারেও দেখা যাচ্ছে, অবৈধ ডিটিএইচ সংযোগ লাগিয়ে সেগুলোর মাধ্যমে দেশি এবং বিদেশি চ্যানেল দেখার এবং প্রদর্শন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এটি সম্পূর্ণ অবৈধ। বিদেশি কোনো ডিটিএইচকে বাংলাদেশে স¤প্রচার করার জন্য সরকার অনুমতি দেয়নি। এর জন্য হুন্ডি হয়ে বছরে ৭০০ থেকে ৮০০ কোটি টাকা বাংলাদেশ থেকে এই খাতে পাচার হচ্ছে। আমরা ইতোমধ্যেই নির্দেশনা জারি করেছি যে, আগামী ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে সব অবৈধ ডিটিএইচ সংযোগ সরিয়ে নিতে হবে। যারা এগুলো লাগিয়েছেন এবং যারা ব্যবহার করছেন, তাদের ওপরই এই দায়িত্ব বর্তায়। এরপর আমরা যেখানে এই অবৈধ সংযোগ পাবো তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করব।’

‘কেব্‌ল টেলিভিশন পরিচালনা আইন ভেঙে যদি কোনো ব্যক্তি অপরাধ সংগঠন করেন তাহলে অনধিক দুই বছরের সশ্রম কারাদণ্ড, অনধিক এক লাখ টাকা, অন্যূন পঞ্চাশ হাজার টাকা কারাদণ্ড এবং দ্বিতীয়বার করলে তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড, দুই লাখ টাকা অন্যূন এক লাখ টাকা কারাদণ্ড দেয়ার বিধান রয়েছে’ আইন থেকে উদ্ধৃত করেন তথ্যমন্ত্রী।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বেক্সিমকো কমিউনিকেশন লিমিটেড, যাদু ভিশন লিমিটেড এবং ন্যাশনওয়াইড মিডিয়া লিমিটেডের প্রতিনিধিবৃন্দ ও কেব্‌ল অপারেটরস এসোসিয়েশন অভ্ বাংলাদেশ-কোয়াবের প্রতিনিধিবৃন্দ ও সরকার নিযুক্ত কোয়াব প্রশাসক মোস্তফা জামাল হায়দার সভায় অংশ নেন।

#

আকরাম/মাহমুদ/মোশারফ/সেলিম/২০১৯/২০০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৬৮

অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করেই রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠানো হবে --- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী

ঢাকা, ১ কার্তিক (১৭ অক্টোবর) :

 মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেছেন, রোহিঙ্গাদের পূর্ণ অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করেই মিয়ানমারে ফেরত পাঠানো হবে।

 আজ রাজধানীতে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি আয়োজিত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন : সরকার, নাগরিক সমাজ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের করণীয় শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী একথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিকট রোহিঙ্গা সমস্যা জোরালোভাবে তুলে ধরেছেন। রোহিঙ্গাদের বর্তমান সংকটের শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু সমাধানের জন্য সরকার সব ধরনের কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। রোহিঙ্গা সমস্যাকে কেন্দ্র করে কেউ যেন শান্তি বিনষ্টের অপচেষ্টা চালাতে না পারে সেজন্য সরকার সতর্ক রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

 আলোচনা সভায় মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি শাহরিয়ার কবির। বিচারপতি শামসুল হুদার সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক, মানবাধিকার নেতা জুলিয়ান ফ্রান্সিস, মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আব্দুর রশীদ (অব.), মানবাধিকার নেতা অশোক বড়ুয়া, ব্যারিস্টার তুরিন আফরোজ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

#

মারুফ/মাহমুদ/ইসরাত/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/২০২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৬৭

**শেখ রাসেল বেঁচে থাকলে আজ নেতৃত্ব দিতেন**

 **--- তথ্য প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১ কার্তিক (১৭ অক্টোবর) :

 তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ মুরাদ হাসান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের ৫৫তম জন্মদিনে রাসেলকে নিয়ে স্মৃতিচারণ করে বলেন, শেখ রাসেল জাতির পিতাকে খুব বেশি কাছে পাননি কিন্তু তিনি জাতির পিতাকে অনুসরণ করতেন। শিশু বয়সেই তিনি মুজিব কোট, প্রিন্স স্যুট পরতেন এবং জাতির পিতার মতো উন্মুক্ত চলাফেরা করতে পছন্দ করতেন। শেখ রাসেল বেঁচে থাকলে আজ বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিতেন বলে তিনি মন্তব্য করেন।

 আজ ঢাকায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী সাংস্কৃতিক জোট আয়োজিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তথ্য প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, ১৯৬৪ সালের এই দিনে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের কোল আলোকিত করে ফুটফুটে শেখ রাসেলের জন্ম হয়েছিল। শেখ রাসেলের জীবনকাল এতই ছোট, এতই ক্ষণিকের ছিল যা বাঙালি জাতিকে মর্মাহত করেছিল। মাত্র ১০ বছর বয়সে পাকিস্তানি প্রেতাত্মাদের হাতে বঙ্গবন্ধুর খুব আদরের শিশু সন্তান শেখ রাসেলকে নিহত হতে হয়েছিল। বাঙালি জাতি-সহ সারা বিশ্ব সেই ১৫ আগস্টের জাতির পিতার সপরিবারের ভয়ঙ্কর নৃশংস হত্যাকা-ে বিস্মিত হয়েছিল। সেইদিন বিশ্বনেতারা জাতির পিতার সেই হত্যাকা-কে মেনে নিতে পারেন নাই এবং ধিক্কার জানিয়েছিলেন।

 আলোচনা সভায় আরো বক্তৃতা করেন বিশিষ্ট নাট্যজন ম. হামিদ, ঢাকা দক্ষিণ মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহে আলম মুরাদ এবং বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের কার্যনির্বাহী সভাপতি ফাল্গুনী হামিদ।

#

হরবিলাস/মাহমুদ/মোশারফ/জয়নুল/২০১৯/১৯৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৬৬

**ডেনমার্ক দূতাবাসের প্রতিনিধিদলের সাথে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সভা অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ১ কার্তিক (১৭ অক্টোবর) :

ডেনমার্ক দূতাবাসের প্রতিনিধিদলের সাথে আজ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের একটি দ্বিপাক্ষিক সভা বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য এতে সভাপতিত্ব করেন। কমার্শিয়াল কাউন্সিলর জেকব কাল জেপসন ডেনমার্কের পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন।

ডেনমার্ক দূতাবাসের প্রতিনিধিদলটি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীনস্থ প্রতিষ্ঠান মিল্ক ভিটার তত্ত্বাবধানে একটি আইসক্রিম কারখানা স্থাপনের আগ্রহ প্রকাশ করেন। তারা আইসক্রিম কারখানা স্থাপনের যথার্থতা ও প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক বিষয় তুলে ধরে পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

প্রতিমন্ত্রী বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট ও সার্বিক দিক বিবেচনাপূর্বক আইসক্রিম কারখানা স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি গুণগতমান ও জনগণের চাহিদা বিবেচনায় কারখানা স্থাপনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

সভায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদার, সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, মিল্ক ভিটার ব্যবস্থাপনা পরিচালক-সহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

#

আহসান/মাহমুদ/রফিকুল/সেলিম/২০১৯/১৯২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৬৫

**নরডিক ও চীনা রাষ্ট্রদূতগণের সঙ্গে বাণিজ্যমন্ত্রীর বৈঠক**

**রপ্তানি বাণিজ্য সহযোগিতা ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির আহ্বান**

ঢাকা, ১ কার্তিক (১৭ অক্টোবর) :

বাণিজমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, দেশে এখন একের পর এক গ্রিন ফ্যাক্টরি চালু হচ্ছে। পৃথিবীর বড় কমপ্লায়েন্স ফ্যাক্টরি এখন বাংলাদেশে। বাংলাদেশের শ্রমিকরা এখন কর্মবান্ধব ও নিরাপদ পরিবেশে কাজ করছে। সকল ফ্যাক্টরিতে বিল্ডিং সেফটি, ফায়ার সেফটি-সহ সকল নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া ইপিজেডে শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে।

মন্ত্রীর সাথে আজ সচিবালয়ে তাঁর দপ্তরে বাংলাদেশে নিযুক্ত নরডিক রাষ্ট্রদূতগণ অর্থাৎ সুইডেনের রাষ্ট্রদূত Charlotta Schlyter, নরওয়ের রাষ্ট্রদূত Sidsel Bleken ও ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত Winnie Estrup Petersen সাক্ষাৎ করতে এলে তিনি এসব কথা বলেন।

রাষ্ট্রদূতগণ বাণিজ্যমন্ত্রীকে জানান, বাংলাদেশে তৈরি পোশাক কারখানাগুলোর নিরাপদ কাজের পরিবেশ ও শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রত্যাশার চেয়ে বেশি অগ্রগতি হয়েছে। শ্রমিকদের কল্যাণে আরো কিছু করার সুযোগ আছে। ইউরোপীয়ন ইউনিয়ন-সহ নরডিক রাষ্ট্রগুলো বাংলাদেশকে বাণিজ্য সুবিধা দিয়ে যাচ্ছে, ভবিষ্যতেও এ সহযোগিতা অব্যাহত রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এরপর চীনের নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূত লি জিমিং (Li Jiming) বাণিজ্যমন্ত্রীর সাথে বাংলাদেশ সচিবালয়ে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় মন্ত্রী বলেন, চীন বাংলাদেশের বন্ধুরাষ্ট্র এবং বড় ব্যবসায়িক অংশীদার। বাংলাদেশ চীনের আরো বেশি বিনিয়োগ আশা করে এবং আরো বেশি রপ্তানি সুবিধা প্রত্যাশা করে। বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের জন্য চায়নার ভিসা সহজ করলে উভয় দেশের বাণিজ্য আরো বৃদ্ধি পাবে বলে মন্ত্রী জানান।

চীনের রাষ্ট্রদূত বলেন, চীন বাংলাদেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে আগ্রহী। বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের জন্য চীনের ভিসা সহজ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আগামী দিনগুলোতে বাংলাদেশ চায়না বাণিজ্য আরো বৃদ্ধি পাবে। চীন বাংলাদেশকে আরো বাণিজ্য সুবিধা প্রদান করবে এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি করবে।

এ সময় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (রপ্তানি) তপন কান্তি ঘোষ উপস্থিত ছিলেন।

#

বকসী/ফারহানা/রফিকুল/সেলিম/২০১৯/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৬৪

**বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের সাথে সৌদি একওয়া পাওয়ারের সমঝোতা স¥ারক স¦াক্ষর**

ঢাকা, ১ কার্তিক (১৭ অক্টোবর) :

 বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, ভিশন ২০৪১ বাস্তবায়নে যে মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে তার সাথে সমন্বয় করে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত এগিয়ে চলছে। তবে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বৈদেশিক বিনিয়োগকে সরকার উৎসাহিত করছে। কারণ বিদ্যুৎ খাতের চলমান কার্যক্রম এগিয়ে নিতে আগামী কয়েক বছরে আরো প্রয়োজন ৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

 প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে ‘প্রাকৃতিক গ্যাস বা তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসভিত্তিক কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন’ বিষয়ে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড-এর সাথে সৌদি কোম্পানি একওয়া (অঈডঅ) পাওয়ারের সমঝোতা স¥ারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন। সমঝোতা স¥ারকে স্বাক্ষর করেন বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড-এর চেয়ারম্যান খালেদ মাহমুদ এবং একওয়া পাওয়ারের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আবু নাইয়ান।

 প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান বলেন, প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত ভিশন বাস্তবায়ন করতে প্রচুর বিদ্যুৎ প্রয়োজন। এই সমঝোতার আলোকে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা দ্রুত যাচাই করে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সম্পন্ন করতে হবে।

 অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিদ্যুৎ বিভাগের সিনিয়র সচিব ড. আহমদ কায়কাউস।

#

আসলাম/মাহমুদ/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/১৮৪৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৬৩

**শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করতে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে**

 **-- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১ কার্তিক (১৭ অক্টোবর) :

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে শিল্পায়ন জরুরি। আর শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করতে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে। কৃষিক্ষেত্রে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিতে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের ব্যবহার সহায়ক হবে। তিনি গার্মেন্টস শিল্পের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে রপ্তানি বাণিজ্য বহুমুখীকরণের ওপরও গুরুত্বারোপ করেন।

আজ রাজধানীর কুড়িলে আন্তর্জাতিক কনভেনশন সিটি বসুন্ধরার সেমিনার হলে ‘২৬ তম বিল্ড বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী-২০১৯’ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

সেমস গ্লোবাল আয়োজিত তিন দিনব্যাপী এ প্রদর্শনীতে কনস্ট্রাকশন, বিদ্যুৎ, সৌরশক্তি, পানি, সেফটি এন্ড সিকিউরিটি, লাইটিং এবং রিয়েল এস্টেট শিল্পের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করছে। বিশ্বের ২৫টি দেশের প্রায় ২৬৭টি প্রতিষ্ঠান ৩০০টি স্টলের মাধ্যমে অবকাঠামো উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট সর্বাধুনিক এবং উদ্ভাবনী কনসেপ্ট, সরঞ্জামাদি, প্রযুক্তি এবং পরিসেবা প্রদর্শন করছে।

 সেমস গ্লোবাল-এর প্রেসিডেন্ট ও গ্রুপ ম্যানেজিং ডিরেক্টর মেহেরুন এন. ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎ বিভাগের সিনিয়র সচিব ড. আহমদ কায়কাউস।

#

মাহমুদুল/ফারহানা/রফিকুল/সেলিম/২০১৯/১৮৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৬২

তিন পার্বত্য জেলার আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত সভা

**যে কোনো মূল্যে সন্ত্রাসীদের প্রতিহত করা হবে**

 **-- স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী**

রাঙ্গামাটি, ১ কার্তিক (১৭ অক্টোবর) :

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বলেছেন, যে কোনো মূল্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের সন্ত্রাসীদের প্রতিহত করা হবে। এ অঞ্চলের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় সরকার প্রয়োজনীয় সব কিছু করবে।

আজ রাঙ্গামাটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং এর সভাপতিত্বে তিন পার্বত্য জেলার আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি-সম্প্রীতি রক্ষায় শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন করেছে। ইতোমধ্যে চুক্তির অধিকাংশ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পার্বত্য অঞ্চলের বিবদমান সংগঠনগুলো নিজেদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বে পাহাড়ে অশান্তির পায়তারা করছে। এসব দল, উপদল ও আন্তঃকোন্দলের কারণে যে কোনো ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড কঠোর হস্তে দমন করা হবে।

সভাপতির বক্তৃতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং বলেন, গত ১০ বছরে শুধু পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ১০ হাজার কোটি টাকার কাজ হয়েছে। আরো অনেক উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

অনুষ্ঠানে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম স্বাগত বক্তৃতা করেন। আলোচনা সভায় আরো বক্তৃতা করেন ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী বিষয়ক টাস্কফোর্স এর চেয়ারম্যান কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা, সংসদ সদস্য দীপংকর তালুকদার ও বাসন্তী চাকমা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোস্তফা কামাল উদ্দিন, আইজিপি ড. জাবেদ পাটোয়ারি, আনসার ভিডিপি’র মহাপরিচালক মেজর জেনারেল কাজী শরীফ কায়কোবাদ, চট্টগ্রামের জিওসি মেজর জেনারেল এস এম মতিউর রহমান, বিজিবি'র মহাপরিচালক মেজর জেনারেল সাফিনুল ইসলাম, র‌্যাব এর মহাপরিচালক বেনজির আহমেদ। এছাড়াও ব্রিগেড কমান্ডার, সেক্টর কমান্ডার, তিন পার্বত্য জেলার জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার-সহ ঊর্ধ্বতন প্রশাসনিক কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

#

নাছির/মাহমুদ/রফিকুল/সেলিম/২০১৯/১৮২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৬১

**২০২০ সালে সর্বোত্তম মানের হজ ব্যবস্থাপনা উপহার দেওয়া হবে**

 **--- ধর্ম প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২ কার্তিক (১৭ অক্টোবর) :

 ধর্ম প্রতিমন্ত্রী আলহাজ্ব এডভোকেট শেখ মোঃ আব্দুল্লাহ বলেছেন, হজ ব্যবস্থাপনার ছোটখাটো যেসব ত্রুটি রয়েছে সেগুলো কাটিয়ে উঠে আগামী বছর একটি সর্বোত্তম মানের হজ উপহার দেওয়া হবে। হজ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আইনের অভাব, ঢাকা এবং জেদ্দা হজ অফিসের পুরাতন জনবল কাঠামো, সৌদি আরবে অপর্যাপ্ত বাংলাদেশি মেডিকেল সেন্টার, বেসরকারি হজ এজেন্সির হাজি সংগ্রহে অসম ও অস্বচ্ছ প্রতিযোগিতা, বেসরকারি হজযাত্রীর ক্ষেত্রে মধ্যস্বত্বভোগীদের হস্তক্ষেপ ও দৌরাত্ম্য সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনার অন্তরায়। এসব সীমাবদ্ধতাগুলো উত্তরণে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

 আজ ঢাকায় অফিসার্স ক্লাবে হজ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কর্মশালা ২০১৯ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, ২০১৯ সালে হজ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে। এই কর্মশালার সকল অংশীজনের মূল্যবান মতামত নিয়ে ভবিষ্যৎ কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

 ধর্ম সচিব মোঃ আনিছুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য সৈয়দ নজিবুল বাশার মাইজভা-ারি, সংসদ সদস্য মাহমুদ উস সামাদ চৌধুরি ও বেগম রতœা আহমেদ এবং হজ এজেন্সিস এসোসিয়েশন অভ্ বাংলাদেশ (হাব)-এর সভাপতি এম শাহাদত হোসাইন তসলিম। কর্মশালায় হজ এজেন্সির মালিক, আলেম-উলামা, সাংবাদিক-সহ হজ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিরা অংশ নেন।

#

আনোয়ার/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/১৮১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৬০

নারী উদ্যোক্তাদের ওপর গবেষণার তথ্য

সরকারের নীতির ফলে ব্যবসায়ে শিক্ষিত নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে

ঢাকা, ১ কার্তিক (১৭ অক্টোবর) :

 নারী উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকারের গৃহীত যুগোপযোগী নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে ব্যবসায়ে শিক্ষিত নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারের ব্যবসাবান্ধব নীতির কারণে ২০০৯ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া নারীরা শিল্পায়ন ও ব্যবসায় অধিকহারে সম্পৃক্ত হচ্ছেন। একই সময়ে একজন নারী উদ্যোক্তা হয়ে ওঠার পথে সামাজিক ও পারিবারিক সমর্থনও আগের চেয়ে অনেক জোরদার হয়েছে। ব্যবসায়িক ঋণ গ্রহণে নারী উদ্যোক্তারা বিশেষ সহায়তা পাচ্ছেন এবং তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারে তারা অনেক এগিয়ে গেছেন।

 বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)-এর মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন পরিচালিত ‘ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতে নারী উদ্যোক্তা: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ২০১৭’ শীর্ষক গবেষণার ফলাফলে এ তথ্য বের হয়ে এসেছে। রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে আজ এ তথ্য উপস্থাপন করা হয়। এসএমই ফাউন্ডেশন আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন প্রধান অতিথি ছিলেন।

 গবেষণার ফলাফলে জানানো হয়, ২০০৯ সালে গ্রাজ্যুয়েট পর্যায়ে শিক্ষিত ২০ শতাংশ নারী ব্যবসায় সম্পৃক্ত ছিলেন। ২০১৭ সালে তা বেড়ে ২৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া ২০০৯ সালে ৪২ শতাংশ নারীকে পারিবারিকভাবে ব্যবসায় সম্পৃক্ত হতে নিরুৎসাহিত করা হতো। ২০১৭ সালে তা ৪ শতাংশে নেমে এসেছে। ২০০৯ সালে ব্যবসা করার ক্ষেত্রে ২৮ শতাংশ নারীকে সামাজিক প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করতে হয়েছে। ২০১৭ সালে এটি ১৪ শতাংশে নেমে এসেছে। ২০০৯ সালে ১০ শতাংশ নারী উদ্যোক্তা ট্যাক্স দিতেন, যা ২০১৭ সালে ৫৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। পাশাপাশি ২০০৯ সালে ১০ শতাংশ নারী উদ্যোক্তা ব্যবসার জন্য কম্পিউটার ব্যবহার করতেন, যা ২০১৭ সালে বেড়ে ৩৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এসবই বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য ইতিবাচক বলে গবেষণার ফলাফলে মন্তব্য করা হয়েছে।

 প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী বলেন, দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী এবং নারীদের বাদ দিয়ে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ বিবেচনায় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কার্যকর গবেষণার ওপর গুরুত্ব দিয়ে আসছেন। নারী ক্ষমতায়নের লক্ষ্য অর্জনে সরকার অগ্রাধিকারভিত্তিতে নারী উদ্যোক্তাদের সমস্যার সমাধান করছে। নারীদের নিয়ে এসএমই ফাউন্ডেশন আরো ব্যাপক ভিত্তিতে গবেষণা চালালে শিল্প মন্ত্রণালয় এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

 এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন কে এম হাবিব উল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন করেন বিআইডিএস’র সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ড. নাজনীন আহমেদ। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সফিকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে জয়িতা ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আফরোজা খান, এসএমএই ফাউন্ডেশনের পরিচালক ও নারী উদ্যোক্তা ইসমত জেরিন আলোচনায় অংশ নেন।

#

জলিল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/শামীম/২০১৯/১৬৪২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৯৫৯

**ফ্রাঙ্কফুর্ট আন্তর্জাতিক বইমেলায় বাংলাদেশ স্টল উদ্বোধন করলেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ফ্রাঙ্কফুর্ট, জার্মানি (১৭ অক্টোবর) :

 সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ ১৬ অক্টোবর ৭১তম ফ্রাঙ্কফুর্ট আন্তর্জাতিক বইমেলায় বাংলাদেশ স্টলের উদ্বোধন করেন।

 পাঁচদিনব্যাপী ফ্রাঙ্কফুর্ট আন্তর্জাতিক বইমেলায় বিভিন্ন দেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং বই প্রকাশনার সমস্যা নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে চার হাজারেরও বেশি ইভেন্ট। চার মিলিয়ন বর্গফুট জায়গার ওপর অনুষ্ঠিত এ বইমেলায় অংশগ্রহণকারী দর্শনার্থীর সংখ্যা ২ লাখ ৮০ হাজারের বেশি ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করছে মেলা কর্তৃপক্ষ।

 এইদিন কে এম খালিদ ফ্রাঙ্কফুর্ট আন্তর্জাতিক বইমেলার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা Juergen Boos এর সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন। বাংলাদেশে ২০২০ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী পালন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন ও গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড আগামী ফ্রাঙ্কফুর্ট আন্তর্জাতিক বইমেলায় বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরার আশ্বাস দেন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। তিনি বঙ্গবন্ধু ও তাঁকে নিয়ে রচিত বইসমূহের অনুবাদের আগ্রহ প্রকাশ করেন।

 প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল আইপিএ (International Publishers Association)-এর প্রেসিডেন্ট Hugo Setzer-এর সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন। তিনি আগামী বছর ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বইমেলা ২০২০ এর ব্যাপারে আইপিএ প্রেসিডেন্টকে অবহিত করেন এবং এ বইমেলা সফল করার লক্ষ্যে আইপিএ’র সহযোগিতা কামনা করেন। এসময় আইপিএ প্রেসিডেন্ট প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

 এ সময় অন্যান্যের মধ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাদুঘরের কিউরেটর মো. নজরুল ইসলাম খান, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি হাবীবুল্লাহ সিরাজী উপস্থিত ছিলেন।

#

ফয়সল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/শামীম/২০১৯/১৬৫১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৯৫৮

**ইউএইতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেন্টেনিয়াল**

**স্কুলের কাজের অগ্রগতি পরিদর্শনে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী**

ইউএই, ১ কার্তিক (১৭ অক্টোবর) :

 সংযুক্ত আরব আমিরাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেন্টেনিয়াল স্কুল (প্রস্তাবিত) রাস আল খাইমাহ এর লিজ নেওয়া নতুন জমিতে গতকাল কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেছেন প্রবাসী কল্যাণ ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী মোহাম্মদ ইমরান আহমদ। এই উদ্যোগের সাথে জড়িত সকল প্রবাসিকে তিনি আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

 প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ বলেন, দ্রুততার সাথে প্রকল্পের অগ্রগতি হলে শীঘ্রই সুফল পাবে সকল প্রবাসী বাংলাদেশি শিক্ষার্থী ও অভিভাবকগণ। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে ভবনের কাজ শেষ হবে বলে তিনি জানান।

 উল্লেখ্য গত ফেব্রুয়ারি মাসে সংযুক্ত আরব আমিরাত সফরকালে প্রবাস কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ রাস আল খাইমা স্কুল পরিদর্শন শেষে সরকারের পক্ষ থেকে সকল সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রবাসীদেরও এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

 এ সময় মন্ত্রীর সাথে রাষ্ট্রদূত ড. মোহাম্মদ ইমরান, কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন খানসহ দূতাবাসের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

রাশেদুজ্জামান/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/শামীম/২০১৯/১৫৩৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৫৭

**নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি'র বৈঠক**

ঢাকা, ১ কার্তিক (১৭ অক্টোবর) :

 নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি'র ১১তম বৈঠক আজ কমিটির সভাপতি মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়।

 কমিটির প্রথম বৈঠক হতে ১০ম বৈঠক পর্যন্ত নৌপরিবহন মন্ত্রনালয়ের অধীনস্থ, চট্ট্রগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ, স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং বিআইডব্লিউটিএ এর ওপর গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের অগ্রগতি সম্পর্কে সংস্থার প্রধানগণ কমিটিকে অবহিত করেন।

 চাঁদপুর জেলার শাহরাস্তি ও হাজীগঞ্জ উপজেলায় গৃহীত নদী ড্রেজিং, নদীর তীর রক্ষার্থে ওয়াক-ওয়ে নির্মাণ কাজ এবং উপকূলীয় এলাকায় রাতে যাতায়াতের জন্য চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ চ্যানেলে বয়াবাতি স্থাপনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার সুপারিশ করা হয় বৈঠকে এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবসহ মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন সংস্থা ও দপ্তরের প্রধানসহ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

 কমিটি সদস্য শাজাহান খান, মোঃ মজাহারুল হক প্রধান, রণজিৎ কুমার রায়, মাহফুজুর রহমান, ডাঃ সামিল উদ্দিন আহমেদ শিমুল, মোঃ আছলাম হোসেন সওদাগর এবং এস এম শাহজাদা।

#

জয়নাল/অনসূয়া/জসীম/শামীম/২০১৯/১৫০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৫৬

**গারো সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসব ওয়ানগালা উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

**ঢাকা, ১** কার্তিক **(**১৭ অক্টোবর**) :**

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গারো সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসব ‘ওয়ানগালা’ উদ্‌যাপনউপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “গারো সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসব ‘ওয়ানগালা’ উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি গারো সম্প্রদায়ের সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

 বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। আবহমানকাল থেকে বাংলাদেশের গারো সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ধারণ করে সকলের সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করে আসছেন। তাদের স্বকীয়তা, বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও ঐতিহ্য দেশকে সমৃদ্ধ করেছে।

 সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে গারো সম্প্রদায়ের অনেকেই মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে স্বাধীনতা অর্জনে অবদান রেখেছেন। আওয়ামী লীগ সরকার অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে সমুন্নত রাখতে বদ্ধপরিকর। সকল শ্রেণি-পেশা ও সম্প্রদায়ের জনগণের উন্নয়নই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনে আমরা সকল সম্প্রদায়ের মানুষের মর্যাদাপূর্ণ ও নিরাপদ জীবনযাপন নিশ্চিত করতে কাজ করে যাচ্ছি।

 আমি আশা করি, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা দেশকে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ, অসাম্প্রদায়িক ও শান্তিপূর্ণ, ‘সোনার বাংলাদেশ’ হিসেবে গড়ে তুলকে সক্ষম হব।

 আমি ‘ওয়ানগালা’ উৎসবের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক”

#

ইমরুল/অনসূয়া/দীপংকর/জুলফিকার/আসমা/২০১৯/১১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৯৫৫

**জাতীয় জীবপ্রযুক্তি মেলা উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১ কার্তিক (১৭ অক্টোবর) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৮ অক্টোবর ‘জাতীয় জীবপ্রযুক্তি মেলা-২০১৯’ উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দেশের একমাত্র বিশেষায়িত জীবপ্রযুক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অভ বায়োটেকনোলজি (এনআইবি) দ্বিতীয়বারের মতো ‘জাতীয় জীবপ্রযুক্তি
মেলা-২০১৯’ আয়োজন করছে জেনে আমি আনন্দিত। এবারের প্রতিপাদ্য-‘টেকসই উন্নয়নে জীবপ্রযুক্তি’ অত্যন্ত অর্থবহ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

 সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার করে একটি ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত-সমৃদ্ধ ‘সোনার বাংলাদেশ’ গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। জাতির পিতার সেই স্বপ্নের বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সকলের অংশগ্রহণে আমরা আজ উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছি।

 ১৯৯৯ সালের ১২ই মে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অভ বায়োটেকনোলজি’র কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীকালে ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর আমরাই ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অভ বায়োটেকনোলজি আইন পাশ করি। যার ফলে বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানটি কৃষি, চিকিৎসা, পরিবেশ ও শিল্পক্ষেত্রে গবেষণা করে উদ্ভাবিত পণ্য ও প্রযুক্তি মাঠপর্যায়ে স্থানান্তর করতে সমর্থ হয়েছে। একই সঙ্গে এ বিষয়ে দক্ষ জনশক্তিসৃষ্টিতে বিশেষভাবে অবদান রাখছে। ইতোমধ্যে এ প্রতিষ্ঠানটি ইতালির ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড বায়োটেকনোলজি ও সার্কভুক্ত দেশসমূহে জীবপ্রযুক্তি বিষয়ে কাজের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে। জেনেটিক রিসোর্স সংগ্রহ ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে আমাদের সরকার মার্চ ২০১৮ থেকে জুন ২০২১ মেয়াদে ৫০৪ কোটি টাকা ব্যায়ে এনআইবি’র মাধ্যমে ‘জাতীয় জীন ব্যাংক স্থাপন’ শীর্ষক প্রকল্পবাস্তবায়ন করছে।

 একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় জীবপ্রযুক্তির জ্ঞান অপরিহার্য। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জীবপ্রযুক্তির গবেষণা এবং গবেষণালব্ধ ফলাফলের বাস্তবায়ন জোরদার করতে হবে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার মৌলিক চাহিদাপূরণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপপ্রভাব মোকাবিলায় দেশের বিজ্ঞানী ও গবেষকগণ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবেন বলে আমার বিশ্বাস।

 আমি আশা করি, এই মেলা জীবপ্রযুক্তির শিক্ষার্থী ও গবেষকগণের জীবপ্রযুক্তির চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যৎ করণীয় নির্ধারণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

 আমি ‘জাতীয় জীবপ্রযুক্তি মেলা-২০১৯’ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/অনসূয়া/জুলফিকার/শামীম/২০১৯/১৪৩০ ঘণ্টা